

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সংবিধি

[নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ এর ধারা ২৪(১), (২) দ্রষ্টব্য]

আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট (প্রস্তাবিত)-এর সংবিধি

দেশীয় ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় চাহিদা সম্পন্ন বিভিন্ন ভাষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমন্বয়যোগ্য দক্ষতা-নির্ভর নাগরিক তৈরি করার লক্ষ্যে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত সংবিধি;

যেহেতু দেশীয় ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় চাহিদা সম্পন্ন বিভিন্ন ভাষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমন্বয়যোগ্য দক্ষতা নির্ভর নাগরিক তৈরি করার লক্ষ্যে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ এর ২৪(১), (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা নিম্নরূপ একটি সংবিধি প্রণয়ন করা হল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:

(ক) এই সংবিধি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সংবিধি যা আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট (ILI)-সংবিধি, ২০২৫ নামে অভিহিত হবে।

(খ) এই সংবিধি চ্যাপেলর কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এই সংবিধিতে-

(ক) 'আইন' অর্থ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১;

(খ) 'ইনস্টিটিউট' অর্থ এই সংবিধির অনুচ্ছেদ ৩-এ বর্ণিত ইনস্টিটিউট;

(গ) 'প্রবিধান' অর্থ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ এর ধারা ২৪(১), (২) এর অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঘ) 'বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী;

(ঙ) 'বোর্ড অব গভর্নরস' অর্থ এই সংবিধির অনুচ্ছেদ ৫-এ বর্ণিত বোর্ড অব গভর্নরস;

(চ) 'বোর্ড অব স্টাডিজ' অর্থ এই সংবিধির অনুচ্ছেদ ৮-এর বর্ণিত বোর্ড অব স্টাডিজ;

(ছ) 'ভাইস-চ্যাপেলর' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যাপেলর;

- (জ) 'শিক্ষক' অর্থ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক বা সহকারী অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃত অন্য কোন ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন; এবং
- (ঝ) 'পরিচালক' অর্থ এই সংবিধির অধীন নিয়োগকৃত পরিচালক।

৩। ইনস্টিটিউট স্থাপন:

- (ক) এই সংবিধির বিধান অনুযায়ী নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট' নামে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপিত হবে।
- (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থেকে উচ্চতর ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।
- (গ) ইনস্টিটিউটের স্থায়ী ধারাবাহিকতা, মনোপ্রাণ এবং একটি সাধারণ সিলমোহর থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে এর স্থাবর ও অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তি অর্জন করা, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং উক্ত নামে ইনস্টিটিউটের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা দায়ের করা যাবে।

৪। ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, এই সংবিধি এবং মঞ্জুরি কমিশন আদেশের বিধান সাপেক্ষে, ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ, যথা:

- (ক) বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, বার্মিজ, চায়নিজ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, উর্দু, হিন্দি, ইন্দোনেশিয়ান, ইতালিয়ান, জাপানিজ, মালায়, নেপালিজ, ফার্সি, রুশ, সিংহলিজ, স্প্যানিশ, সোহাইলি, তামিল, থাই, তুর্কি, কোরিয়ান এবং দেশীয় ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় চাহিদা-সম্পন্ন যে-কোনো ভাষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমন্বয়যোগ্য দক্ষতানির্ভর বিশ্বমানের নাগরিক তৈরি করা;
- (খ) ভাষা বিজ্ঞানের যে-কোনো শাখায় পোস্ট-ডক্টোরাল, পিএইচডি, এমফিল, স্নাতকোত্তর, স্নাতক, ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ, গবেষণার ব্যবস্থা করা; তবে শর্ত থাকে যে, স্নাতক কোর্স চালু ও ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে বোর্ড অব স্টাডিজ, বোর্ড অব গভর্নরস, একাডেমিক কাউন্সিল, রিজেন্ট বোর্ড এবং ইউজিসির অনুমোদন লাগবে।
- (গ) ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনে তৎকর্তৃক নির্ধারিত পছন্দ দেশে-বিদেশে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে ভাষা সংক্রান্ত সহযোগিতা, যৌথ গবেষণা ও তথ্য বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- (ঘ) যে-কোনো ভাষা উৎকর্ষের স্বার্থে প্রকল্প গ্রহণ ও এর মাধ্যমে প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফলের লাইসেন্সিং ও প্যাটেন্টিং করার কর্মসূচি গ্রহণ করা;

- (ঙ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অ্যাক্রিডিটেশন অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- (চ) দেশ ও বিদেশের স্বনামধন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সরাসরি সমঝোতার মাধ্যমে যৌথভাবে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, সার্টিফিকেট ও প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- (ছ) কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রণীত কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা উপকরণ ও গবেষণাগার তৈরি করা;
- (জ) ভাষাশিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য পুস্তক ও জার্নাল প্রকাশ করা;
- (ঝ) ইনস্টিটিউটের শিক্ষা ও গবেষণার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য রিজেন্ট বোর্ডের অনুমোদনক্রমে অ্যালামনাই প্রতিষ্ঠা করা;
- (ঞ) বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনুদান ও বৃত্তি গ্রহণ করা;
- (ট) রিজেন্ট বোর্ড অথবা সরকারের অনুমতিক্রমে, দেশি ও বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনুদান ও বৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে এক বা একাধিক ফান্ড গঠন ও পরিচালনা করা; এবং
- (ঠ) ইনস্টিটিউটের অডীট লক্ষ্য অর্জন ও বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্ম সম্পাদন করা।

৫। বোর্ড অব গভর্নরস:

- (১) ইনস্টিটিউটের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বোর্ড অব গভর্নরসের উপর ন্যস্ত থাকবে। এই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বোর্ড অব গভর্নরস গঠিত হবে, যথা:
- (ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতি হিসেবে গণ্য হবেন;
- (খ) ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক অনুষদ;
- (গ) ডিন, শিক্ষা বিজ্ঞান অনুষদ;
- (ঘ) ইনস্টিটিউটের পরিচালক;
- (ঙ) পরিচালক ব্যতীত ইনস্টিটিউটে কর্মরত শিক্ষকগণের মধ্য হতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার ০২ (দুই) জন শিক্ষক ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত হবেন;






- (চ) চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ;
- (ছ) চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ;
- (জ) একাডেমিক কাউন্সিল মনোনীত সদস্য ০১ (এক) জন;
- (ঝ) রিজেন্ট বোর্ড কর্তৃক মনোনীত উক্ত রিজেন্ট বোর্ডের ০১ (এক) জন সদস্য;
- (ঞ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে অধ্যাপক পদমর্যাদার ০২ (দুই) জন শিক্ষক ।

উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ প্রত্যেকে তাঁর মনোনয়নের তারিখ হতে ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে বহাল থাকবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনীত সদস্যের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি তাঁর পদে বহাল থাকবেন ।

(২) বোর্ড অব গভর্নরসের কোনো সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে বোর্ড অব গভর্নরসের সভাপতি বরাবর তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন ।

(৩) বোর্ড অব গভর্নরসের কোনো সদস্য যে পদ বা প্রতিষ্ঠান হতে মনোনীত হয়েছিলেন তিনি যদি সেই পদ বা প্রতিষ্ঠানে না থাকেন, তাহলে তিনি বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না, তবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি পদাধিকার বলে সদস্য হবেন ।

৬। বোর্ড অব গভর্নরসের সভা:

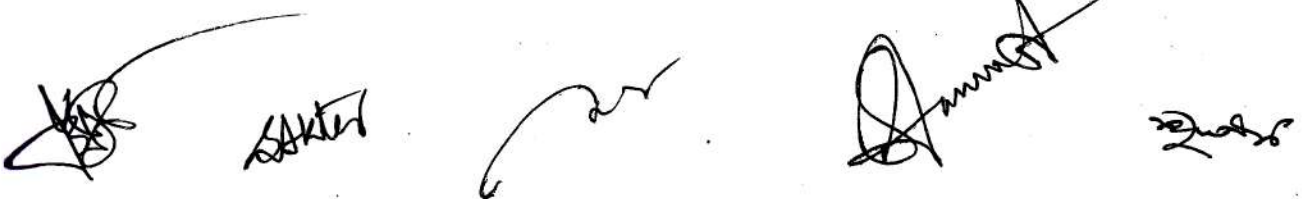
(ক) এই সংবিধির অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড অব গভর্নরস সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে ।

(খ) বোর্ড অব গভর্নরসের সভার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সভা অনুষ্ঠান করা যাবে ।

(গ) প্রতি ০৪ (চার) মাসে অনূন্য একটি বোর্ড অব গভর্নরসের সভা অনুষ্ঠিত হবে । তবে, সভাপতি ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনে যে -কোনো সময় বোর্ড অব গভর্নরসের বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবেন ।

৭। বোর্ড অব গভর্নরসের ক্ষমতা ও দায়িত্ব : বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও সংবিধির বিধানাবলি অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে, রিজেন্ট বোর্ড কর্তৃক হস্তান্তরিত প্রশাসনিক ও আর্থিক বিধানাবলি সাপেক্ষে বোর্ড অব গভর্নরসের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

- (ক) বোর্ড অব গভর্নরস ইনস্টিটিউটের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হবে এবং ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি ও সম্পত্তির উপর বোর্ড অব গভর্নরসের সাধারণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা থাকবে এবং বোর্ড অব গভর্নরস এই সংবিধি, আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখবে;
- (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, এই সংবিধি ও ইনস্টিটিউটের প্রবিধান সাপেক্ষে ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, একাডেমিক বর্ষসূচি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম ও পরীক্ষার মান নির্ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবে এবং এই সকল বিষয়ের উপর এর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতা থাকবে;
- (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও সংবিধির বিধান মোতাবেক বাজেটে বরাদ্দ সাপেক্ষে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদসৃষ্টি, বিলোপ বা সাময়িকভাবে স্থগিত করার লক্ষ্যে প্রবিধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রিজেন্ট বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করবে; তবে, শিক্ষক-নিয়োগের ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রি বাধ্যতামূলক থাকবে এবং সর্বনিম্ন পদ হবে সহকারী অধ্যাপক। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রকাশনা ও অন্যান্য অর্জন প্রার্থীর অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে মূল্যায়িত হবে; এক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের শর্ত শিথিলযোগ্য হবে।
- (ঘ) ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, গবেষক বা কর্মচারীর যে-কোনো পদে সংশ্লিষ্ট সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তিবর্গকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সেই সকল পদে নিয়োগ প্রদান করা;
- (ঙ) বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক হিসাব ও পরিচালক কর্তৃক প্রাক্কলিত বার্ষিক সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রস্তাব সুপারিশসহ রিজেন্ট বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করবে;
- (চ) বিশেষ উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটকে প্রদত্ত যে-কোনো তহবিল পরিচালনা করবে;
- (ছ) ইনস্টিটিউটের অনুকূলে উইল, দান এবং অন্য কোনোভাবে হস্তান্তরকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করবে;
- (জ) ইনস্টিটিউটের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবিধান প্রণয়ন বা সংশোধনপূর্বক রিজেন্ট বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করিবে;
- (ঝ) বোর্ড অব স্টাডিজ-এর সুপারিশ অনুযায়ী কোনো খ্যাতিমান ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষা-গবেষক বা শিক্ষাবিদকে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক/ ফেলো/ মেন্টর/পরামর্শকরূপে স্বীকৃতি প্রদান করতে পারবে এবং প্রয়োজনে রিজেন্ট বোর্ডের অনুমোদনক্রমে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করতে পারবে;



- (এ) বোর্ড অব স্টাডিজ-এর সুপারিশক্রমে নতুন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, গ্রাডুসর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালু এবং পুরাতন কার্যক্রম বাতিল করতে পারবে;
- (ট) আইন ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে ইনস্টিটিউটের সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর দায়িত্ব ও চাকুরির শর্তাবলি নির্ধারণপূর্বক অনুমোদনের জন্য রিজেন্ট বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ এবং তাদের কোনো পদ স্থায়ীভাবে শূন্য হলে আইন ও বিধি অনুযায়ী উক্ত পদ পূরণের লক্ষ্যে রিজেন্ট বোর্ডের নিকট সুপারিশ উপস্থাপন; এবং
- (ঠ) বোর্ড অব গভর্নরসের সুপারিশকৃত প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াবলি রিজেন্ট বোর্ডে এবং একাডেমিক বিষয়াবলি একাডেমিক কাউন্সিলে উপস্থাপিত হবে।
- (ড) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও সংবিধি দ্বারা তৎপ্রতি অর্পিত বা আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে।

৮। বোর্ড অব স্টাডিজ :

- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের একটি বোর্ড অব স্টাডিজ গঠিত হবে, যথা:-

- (ক) ইনস্টিটিউটের পরিচালক, সভাপতি;
- (খ) ইনস্টিটিউটের শিক্ষকগণের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে অধ্যাপক পদমর্যাদার ০২ (দুই) জন শিক্ষক
- (গ) পরিচালক কর্তৃক মনোনীত প্রতিটি ভাষা কোর্স হতে একজন সিনিয়র শিক্ষক;
- (ঘ) নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান;
- (ঙ) নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান;
- (চ) ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ০২ (দুই) জন অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষক।

- (২) বোর্ড অব স্টাডিজের মনোনীত সদস্যদের কার্যকাল ০২ (দুই) বছর হবে।

৯। বোর্ড অব স্টাডিজের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

- (১) বোর্ড অব স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের শিক্ষা বিষয়ক কর্তৃপক্ষ হবে এবং এই আইন ও সংবিধি সাপেক্ষে একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদনসাপেক্ষে ইনস্টিটিউটের সকল একাডেমিক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, একাডেমিক বর্ষসূচি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে

পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা বা মূল্যায়নের মান নির্ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবে এবং এই সকল বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতা থাকবে।

(২) বোর্ড অব স্টাডিজ এই আইন, সংবিধি, প্রবিধান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান, গবেষণা ও পরীক্ষা বা মূল্যায়নের সঠিক মান নির্ধারণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এ উল্লিখিত সামগ্রিক ক্ষমতার আওতায় বোর্ড অব স্টাডিজ নিম্নরূপ ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা:-

(ক) দেশের ও আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে সংগতি রেখে যে-কোনো ভাষার কোর্স চালু করা;

(খ) সার্বিকভাবে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বোর্ড অব গভর্নরসকে পরামর্শ প্রদান করা;

(গ) বোর্ড অব গভর্নরসের অনুমোদনক্রমে গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিকট হতে গবেষণা প্রতিবেদন তলব করা এবং তৎসম্পর্কে বোর্ড অব গভর্নরসের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) ইনস্টিটিউটের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) বোর্ড অব গভর্নরসের অনুমোদন সাপেক্ষে সকল পরীক্ষার প্রতিটি পত্রের পাঠ্যসূচি, পাঠ্যক্রম, পঠন ও গবেষণার সীমারেখা নির্ধারণ করা;

(চ) বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে উচ্চতর ডিগ্রি বা গবেষণার জন্য কোনো প্রার্থী প্রস্তাব দাখিল করলে তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করা;

(ছ) কোর্স বা কারিকুলাম ও সিলেবাস নির্ধারণ, প্রত্যেক কোর্সের জন্য পরীক্ষক প্যানেল অনুমোদন, যৌথভাবে গবেষণার জন্য গবেষণার প্রতিটি বিষয়ের প্রস্তাব অনুমোদন এবং এরূপ প্রত্যেক বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পরীক্ষক নিয়োগ করা;

(জ) ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ভর্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ বা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঝ) যে-কোনো বিষয় বোর্ড অব গভর্নরসের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে বিষয়টি ব্যাখ্যা ও সুপারিশসহ পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠালে বোর্ড অব স্টাডিজ তা আমলে নেবে;

(৪) বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক প্রদত্ত ভাষাশিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

১০। ইনস্টিটিউট কমিটি:

(১) ইনস্টিটিউটের একটি ইনস্টিটিউট কমিটি থাকবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একাডেমিক কমিটি গঠিত হবে, যথা:

(ক) ইনস্টিটিউটের পরিচালক-সভাপতি;

(খ) ইনস্টিটিউটের সকল শিক্ষক ও ফেলো-সদস্য।

(২) প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একবার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে, তবে বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতি যে- কোনো দিন বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবেন;

(৩) কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংবিধি এবং বিধিমালা বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিপালন করবে;

(৪) শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণা পরিচালনা করবে;

(৫) ইনস্টিটিউটের কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষাদান, পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং শিক্ষা-সহায়ক কার্যাবলি পরিচালনা করবে; এবং

(৬) ইনস্টিটিউটের কমিটি আইন, সংবিধি, প্রবিধান এবং নীতিমালার আলোকে রিজেন্ট বোর্ড, একাডেমিক কাউন্সিল, বোর্ড অব গভর্নরস, বোর্ড অব স্টাডিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।

১১। কো-অর্ডিনেশন ও ডেভেলপমেন্ট কমিটি:

(১) ইনস্টিটিউটের কো-অর্ডিনেশন ও ডেভেলপমেন্ট নামে একটি কমিটি থাকবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে, যথা:-

(ক) ইনস্টিটিউটের পরিচালক, যিনি সভাপতি বলেও গণ্য হবেন; এবং

(খ) জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারেই ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে কো-অর্ডিনেশন ও ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠিত হবে, যার সংখ্যা কমপক্ষে ০৩ (তিন) জন হবে।

(গ) উপাচার্য প্রয়োজন মনে করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে ১/২ জনকে মনোনয়ন দিতে পারবেন।

- (২) কো-অর্ডিনেশন ও ডেভেলপমেন্ট কমিটি ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান শিক্ষা ও গবেষণা সুবিধা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সুপারিশ করবে।
- (৩) কো-অর্ডিনেশন ও ডেভেলপমেন্ট কমিটি ইনস্টিটিউটের একাডেমিক এবং গবেষণা কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করবে এবং সুপারিশসমূহ একাডেমিক কমিটির নিকট পেশ করবে;
- (৪) কো-অর্ডিনেশন ও ডেভেলপমেন্ট কমিটি ইনস্টিটিউটের নতুন পদ সৃজন এবং সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করবে; এবং
- (৫) কো-অর্ডিনেশন ও ডেভেলপমেন্ট কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে ইনস্টিটিউটের কোন শিক্ষককে তিন মাসের অধিক মেয়াদে ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না।

১২। সিলেকশন বোর্ড:

(ক) নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন বোর্ডের সংবিধি অনুযায়ী বোর্ড গঠিত হবে।

(খ) নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোন সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন বোর্ড অব গভর্নরস ও রিজেন্ট বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে ভাইস চ্যান্সেলর করতে পারবেন।

১৩। পরিচালক নিয়োগ:

(ক) ইনস্টিটিউটের শিক্ষকগণের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন শিক্ষককে ভাইস-চ্যান্সেলর ০৩ (তিন) বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শর্তে ইনস্টিটিউটের পরিচালক নিযুক্ত করবেন।

শর্ত থাকে যে, প্রফেসর ইমেরিটাস, সুপারনিউমেরারি বা পুনঃনিযুক্ত শিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক/খণ্ডকালীন নিযুক্ত কোনো শিক্ষককে ইনস্টিটিউটের পরিচালক বা বিভাগের চেয়ারম্যান অথবা ইনস্টিটিউটের অন্য কোনো প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করা যাবে না।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, অধ্যাপক পদ মর্যাদার কোন শিক্ষক পাওয়া না গেলে কিংবা ভাইস চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ হতে অন্যান্য সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পন্ন যে কোন শিক্ষককে পরিচালক পদে নিয়োগ দিতে পারবেন।

(খ) পরিচালক ইনস্টিটিউটের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকবেন।

- (গ) পরিচালক বোর্ড অব গভর্নরস দ্বারা নির্ধারিত ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।
- (ঘ) ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবস কম সময়ের জন্য পরিচালকের ছুটি-জনিত অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষক পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন। এক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত পরিচালক কেবলমাত্র পরিচালকের নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবেন।
- (ঙ) ছুটির মেয়াদ ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবস বা তার বেশি হলে, ভাইস-চ্যান্সেলর ঐ সময়ের জন্য একজন শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসাবে নিয়োগ দিতে পারবেন।

১৪। পরিচালকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

- (ক) ভাইস-চ্যান্সেলরের তত্ত্বাবধান ও সাধারণ নিয়ন্ত্রণে থেকে পরিচালক ইনস্টিটিউটের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী হবেন;
- (খ) পরিচালক তাঁর দায়িত্ব পালনে ভাইস-চ্যান্সেলর ও বোর্ড অব গভর্নরসের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন;
- (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংবিধি এবং ইনস্টিটিউটের সংবিধির বিধানাবলি বিশ্বস্ততার সাথে পালন করবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন;
- (ঘ) ইনস্টিটিউটের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন;
- (ঙ) ইনস্টিটিউটের বার্ষিক বাজেট প্রাক্কলন এবং অনুমোদিত বাজেট বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন;
- (চ) বোর্ড অব গভর্নরসের একাডেমিক সুপারিশ একাডেমিক কাউন্সিলে এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক সুপারিশ রিজেন্ট বোর্ডে পেশ করবেন; এবং
- (ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, এই সংবিধি, বিধিমালা ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতাও পরিচালক প্রয়োগ করবেন।

১৫। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীগণ:

- (ক) ইনস্টিটিউটে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্বক্ষণিক ও খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিযুক্ত থাকবেন;

(খ) বোর্ড অব স্টাডিজ প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট দেশি/ বিদেশী পেশাজীবীগণের মধ্য হতে অভিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ কাউকে রিসোর্স পারসন হিসেবে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে অথবা প্রফেসর অব প্র্যাকটিস (Professor of Practice) মর্যাদায় খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে পারবে, যার শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(গ) পোস্ট-ডক্টোরাল/এমফিল/পিএইচডি, নির্ধারিত কোর্স বা গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার জন্য নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ইনস্টিটিউটের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুক্ত হতে পারবেন; তবে, এক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রিধারী সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার নিচে হবেন না।

১৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইনস্টিটিউটে সাময়িক প্রেষণে নিয়োগ:

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর বোর্ড অব গভর্নরসের সুপারিশের ভিত্তিতে পিএইচডি ডিগ্রিধারী অন্যান্য সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষক/গবেষককে ইনস্টিটিউটের গবেষণা তত্ত্বাবধান বা প্রশিক্ষণ বা উভয় কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদে নিয়োগ দিতে পারবেন।

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হতে পিএইচডি ডিগ্রিধারী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপককে ইনস্টিটিউটে প্রেষণে নিয়োগ দিতে পারবেন। এছাড়াও বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদায়ন করতে পারবেন।

১৭। ইনস্টিটিউটের অর্থ ও হিসাব কমিটি

(১) ইনস্টিটিউটের আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনার জন্য একটি অর্থ ও হিসাব কমিটি থাকবে এবং নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে:

(ক) ইনস্টিটিউটের পরিচালক অর্থ কমিটির সভাপতি বলে বিবেচিত হবেন;

(খ) জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপক অথবা সহযোগী অধ্যাপক;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক;

- (ঙ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত অন্য যে-কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে ০১ (এক) জন অধ্যাপক;
- (জ) ইনস্টিটিউটের প্রধান হিসাবরক্ষক উক্ত কমিটির সদস্য সচিব থাকবেন।
- (২) ইনস্টিটিউটের অর্থ ও হিসাব কমিটির সদস্যদের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর।
- (৩) অর্থ ও হিসাব কমিটির কাজ:
- (ক) বার্ষিক বাজেট প্রাক্কলন করে বোর্ড অব গভর্নরসের নিকট প্রেরণ করবে;
- (খ) ইনস্টিটিউটের আয় ও ব্যয় তদারকি করবে;
- (গ) বোর্ড অব গভর্নরসকে অর্থ, তহবিল এবং আয় সম্পর্কে পরামর্শ দেবে;
- (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রয় কমিটির নীতিমালা অনুযায়ী একটি ক্রয়-কমিটি গঠন করবে;
- (ঙ) ক্রয় প্রক্রিয়া তদারকি করবে।
- (৪) ক্রয় কমিটি সরঞ্জাম, সরবরাহ এবং পরিষেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মাবলি অনুসরণ করবে।
- (৫) বাজেট অনুসারে ব্যয় এবং বিল অনুমোদন করার ক্ষমতা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের থাকবে।

১৮। ইনস্টিটিউটের তহবিল:

- (১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকবে, যার আর্থিক বরাদ্দ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হবে। এছাড়াও নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হবে, যথা:-
- (ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুদান বা সিড মানি;
- (গ) শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত বেতন ও বিভিন্ন ফি;
- (ঘ) প্রাক্তন শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (ঙ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (চ) বোর্ড অব গভর্নরস এর অনুমোদনক্রমে বিধি মোতাবেক যে কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত অনুদান;
- (ছ) ইনস্টিটিউটের নিজস্ব সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত ও পরিচালন বাবদ আয়;

- (জ) ইনস্টিটিউটের অন্যান্য উৎস হতে আয়; এবং
- (ঝ) ইনস্টিটিউটের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা বা আয়।
- (২) তহবিলের অর্থ ইনস্টিটিউটের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোনো তফসিলি ব্যাংকের স্থানীয় শাখায় জমা রাখা হবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল হতে অর্থ উত্তোলন করা যাবে।
- (৩) তহবিল হতে ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হবে।
- (৪) ইনস্টিটিউটের তহবিলের উদ্ভূত অর্থ বোর্ড অব গভর্নরসের অনুমোদনক্রমে ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও গবেষণা খাতে বিনিয়োগ করা যাবে।
- (৫) ইনস্টিটিউট দেশি-বিদেশি কোনো সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা প্রাক্তন শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের অর্থ দ্বারা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করতে পারবে এবং নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ফান্ড পরিচালনা করতে হবে।
- (৬) ভাইস চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে বোর্ড অব গভর্নরসের অনুমোদন সাপেক্ষে ইনস্টিটিউটের আয় হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন উন্নয়নে ব্যয় করতে পারবেন।

১৯। সভার কোরাম:

অন্য কোনোভাবে কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম নির্ধারণ করা না হলে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সভায় মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হবে এবং এই বিষয়ে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণনা করা হবে।

২০। সংবিধির সংশোধন:

এই সংবিধির কোন সংশোধন, পরিমার্জন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে রিজেন্ট বোর্ড প্রতিবেদনসহ তা কমিশনের মাধ্যমে চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং চ্যান্সেলরের অনুমোদন ব্যতীত তা অনুমোদিত বলে গণ্য হবে না।

২১। হেফাজত:

ইনস্টিটিউটের বিশেষ প্রয়োজনে এবং উদ্ধৃত পরিস্থিতিতে ভাইস-চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রশাসনিক এবং একাডেমিক কর্মকর্তা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান আইন, সংবিধি, বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট (প্রস্তাবিত)-এর সংবিধি প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ:


২৯/০১/২০২৫

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (চন্দন আনোয়ার)

আস্থায়ক

আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট (প্রস্তাবিত)-এর
সংবিধি প্রণয়ন কমিটি এবং
ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক অনুষদ
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।


২৯/০১/২০২৫
অধ্যাপক ড. এমডি. মাসুদ রহমান
সদস্য

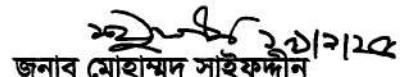
আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট (প্রস্তাবিত)-এর
সংবিধি প্রণয়ন কমিটি এবং
চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।


১৭/০১/২৫
ড. শিরিন আক্তার
সদস্য

আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট (প্রস্তাবিত)-এর
সংবিধি প্রণয়ন কমিটি এবং
চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।


১৭/০১/২৫
জনাব সাজ্জাদুল করিম
সদস্য

আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট (প্রস্তাবিত)-এর
সংবিধি প্রণয়ন কমিটি
এবং
প্রভাষক, আইন বিভাগ
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।


২৯/০১/২৫
জনাব মোহাম্মদ সাইফুদ্দীন
সদস্য-সচিব

আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট (প্রস্তাবিত)-এর
সংবিধি প্রণয়ন কমিটি, এবং
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
শিক্ষা শাখা, রেজিস্ট্রার দফতর
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।